গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (লেইস) প্রজেক্ট

স্মারক: মাউশি/লেইস/০২-১৮০/DLI-DLR/২০২৫/৪১২ তারিখ: ০৩ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৯ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (লেইস) প্রজেক্ট এর আওতায় ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় বিশ্বব্যাংকের ঋণসহায়তায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (লেইস) প্রজেক্ট অক্টোবর ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। লেইস প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ধরে রাখার হার (Rate of Retention) বৃদ্ধি ও শিখন ত্বরান্বিতকরণ (Learning Acceleration); মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের দক্ষতা উন্নয়ন; এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Secondary Systems) ও সহনক্ষমতা (Resilience) উন্নয়ন। বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে লেইস প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। লেইস প্রকল্পের ২০২৫ সালে নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে বিদ্যালয়/মাদ্রাসা পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণের গঠনকালীন মূল্যায়ন (Formative Assessment) , ব্লেন্ডেড লার্নিং (Blended Learning), জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি, বিদ্যালয়কেন্দ্রিক জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রতিটি উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা হতে ৪টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১টি দাখিল স্তর রয়েছে এমন মাদ্রাসা) নির্বাচন করা হয়েছে। বছরভিত্তিক ধাপে ধাপে আরো অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে।

২। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ লেইস প্রকল্পের আওতায় ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:

ক) ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও নিরাময়মূলক সহায়তা: শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান অংশ হলো শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বা শিখন অর্জন যাচাই। মূল্যায়নকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment) ও গঠনকালীন মূল্যায়ন (Formative Assessment)। গঠনকালীন মূল্যায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। গঠনকালীন মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য শিখন চলমান অবস্থায় শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি চিহ্নিত করে তা নিরাময়ে সহায়তা প্রদান করা। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষাক্রমে (Curriculum) শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি নিরূপণ ও তা পূরণে গঠনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে।

লেইস প্রকল্পের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক বাংলা ও গণিত বিষয়ে ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণির জন্য 'গঠনকালীন মূল্যায়ন ও নিরাময়মূলক কার্যক্রম সম্পর্কিত শিক্ষক নির্দেশিকা' প্রণয়নপূর্বক তা অনুমোদন করা হয়েছে এবং এ গাইডলাইনটি এনসিটিবি'র ওয়েবসাইটে ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে (লিংক: https://nctb.gov.bd/site/view/notices)। এছাড়া, লেইস প্রকল্পের ওয়েবসাইটের (www.laise.gov.bd) 'নির্দেশিকা, নীতিমালা, গবেষণা ও প্রকাশনা' সেকশনে নির্দেশিকাটি পাওয়া যাবে। এমতাবস্থায়, নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০২৫ একাডেমিক বর্ষ হতে মাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ 'গঠনকালীন মূল্যায়ন ও নিরাময়মূলক কার্যক্রম সম্পর্কিত শিক্ষক নির্দেশিকা' অনুসরণপূর্বক শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি নিরূপণ এবং তা পূরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও, শিক্ষকগণ নির্দেশিকা অনুসরেণে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন (Feedback) সংক্রান্ত সকল প্রমাণক সংরক্ষণ করবেন এবং সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করবেন। উল্লেখ্য, আগামী একাডেমিক

(২০২৬) বর্ষের শুরুতে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও নিরাময়মূলক সহায়তা কার্যক্রম এর বাস্তবায়ন মূল্যায়নপূর্বক ১০০টি লার্নিং এক্সিলারেটর প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে এবং পুরুস্কৃত করা হবে। পরবর্তী একডেমিক বছরগুলোতে এ কার্যক্রম অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণপূর্বক অব্যাহত থাকবে।

খ) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লেন্ডেড (Blended Learning) লার্নিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন: লেইস প্রকল্পের আওতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির বাংলা ও গণিত এবং ৮ম শ্রেণির বাংলা, গণিত ও সামাজিক বিজ্ঞান (জলবায়ু শিক্ষা বিষয়ক কন্টেন্টের জন্য) বিষয়ের বিভিন্ন পাঠ অনুসরণে প্রণয়নকৃত কতিপয় ই-কন্টেন্ট পাইলটিং করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত ই-কন্টেন্টসমূহ লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (লেইস) প্রজেক্ট এর ওয়েবসাইটের (www.laise.gov.bd) 'নির্দেশিকা, নীতিমালা, গবেষণা ও প্রকাশনা' সেকশনে পাওয়া যাবে। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বাংলা, গণিত, ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকগণ উপর্যুক্ত লিংকসহ অন্যান্য পোর্টাল (যথা: শিক্ষক বাতায়ন ইত্যাদি) থেকে ই-কন্টেন্টসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষকগণ ই-কন্টেন্টসমূহ পাঠ্যবিষয়ের সাথে মিলিয়ে অনুধাবন ও প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন, প্রয়োজনে গ্রুপ স্টাডি করা যেতে পারে। অতঃপর, শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া/কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার করে পাঠদানের ক্ষেত্রে ই-কন্টেন্টসমূহ নিয়মিত ব্যবহার করবেন। এছাড়াও, শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কীভাবে ডিজিটাল কন্টেন্ট অনলাইন থেকে ডাউনলোড, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়, সেবিষয়ে হাতেকলমে শেখাবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইসিটি শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন। এছাড়াও, আইসিটি শিক্ষকগণ বিষয় শিক্ষকগণ পরিচালিত ক্লাসসমূহের রেকর্ড (বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির তালিকা, শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমের ছবি বা ভিডিও ইত্যাদি) সংগ্রহ করবেন এবং চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করবেন। প্রধান শিক্ষকগণ সমগ্র কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ব্লেন্ডেড লার্নিং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। উল্লেখ্য, শীঘ্রই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণকে ব্লেন্ডেড লার্নিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

গ) জলবায়ু সচেতনতা বৃদ্ধি: লেইস প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ম্যানুয়াল' প্রণীত হয়েছে যা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটি লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (লেইস) প্রজেক্ট এর ওয়েবসাইটের (www.laise.gov.bd) 'নির্দেশিকা, নীতিমালা, গবেষণা ও প্রকাশনা' সেকশনে প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২৫ সালে লেইস প্রকল্পের অন্যতম কর্মসূচি হলো মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জলবায়ু বিষয়ক ম্যানুয়ালটি অনুসরণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। যেমন: বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা সবুজায়ন, সাশ্রয়ী জ্বালানীর ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু সচেতনতা বিষয়ক সেশন/সেমিনার আয়োজন, জলবায়ু ক্লাব ইত্যাদি।

এছাড়া, নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদিত 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাধ্যমিক শিক্ষক ম্যানুয়াল' অনুসরণে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র ও বিশেষ ক্লাস/সেশন আয়োজন করবে। জলবায়ু বিষয়ক ক্লাস/সেশন এর কন্টেন্ট লেইস প্রকল্পের ওয়েবসাইটের (www.laise.gov.bd) 'নির্দেশিকা, নীতিমালা, গবেষণা ও প্রকাশনা' সেকশনে পাওয়া যাবে। উক্ত সেশনের মাধ্যমে শিক্ষকগণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা ও হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সহনক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভিযোজন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবেন। এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে করণীয় সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা প্রদান করবেন। এলক্ষ্যে, লেইস এর আওতায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একজন করে শিক্ষককে শীঘ্রই জলবায়ু সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রমাণক (জলবায়ু ক্লাবের গঠনপ্রণালী, কার্যপরিধি ও সদস্যদের নাম; সেশন/সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষরসহ নামের তালিকা, ছবি, ভিডিও, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ১০০টি প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ভিত্তিতে সেরা জলবায়ু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার প্রদান করা হবে। পরবর্তী একডেমিক বছরগুলোতে এ কার্যক্রম অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণপূর্বক অব্যাহত থাকবে।

ঘ) বিদ্যালয়কেন্দ্রিক জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পদক্ষেপ গ্রহণ: লেইস প্রকল্পের উদ্যোগে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক সংশ্লিষ্ট জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (School Related Gender Based Violence-SRGBV) প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান বিষয়ে দু'টি গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। ম্যানুয়েল দু'টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইটের (www.dshe.gov.bd) নোটিস সেকশনে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, লেইস প্রজেক্টের ওয়েবসাইটের (www.laise.gov.bd) 'নির্দেশিকা, নীতিমালা, গবেষণা ও প্রকাশনা' সেকশনে ম্যানুয়াল দু'টি পাওয়া যাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হতে জারিকৃত পত্রে (স্মারক নং: ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৩১.৩১১.২০২২-১৪৮৪, তারিখ: ৩১/০৮/২০২৫ খ্রি.) (www.dshe.gov.bd এর নোটিস সেকশনে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখে প্রকাশ) অধিদপ্তরের আওতাধীন মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে SRGBV প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক গাইডলাইন অনুসরণে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গাইডলাইনে Sexual Harassment Protection Committee (SHPC) গঠন ও কার্যকর করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তদনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ SHPC গঠন ও কার্যকর করবে।

এছাড়াও, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতায় বিপর্যস্ত শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কমিটি প্রয়োজনে গাইডলাইনে বর্ণিত রেফারেল পাথওয়ে (Referral Pathway) অনুসরণে যথাযোগ্য চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করবে ও তার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ Sexual Harassment Protection Committee (SHPC) এর গঠন ও কার্যক্রমের প্রমাণক, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রতিটি ঘটনার অভিযোগ প্রদান ও অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের প্রমাণক, আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে এবং চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করবে। । উল্লেখ্য, লেইস প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নসহ সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্ণিত প্রশিক্ষণে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত কর্মসূচি লেইস প্রকল্পের ২০২৫ (২য় বর্ষ) সালের জন্য নির্ধারিত Disbursement Linked Results (DLRs) অর্জনের সাথে জড়িত। বর্ণিত DLRs অর্জিত হলে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে ৬৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করবে। ২০২৪ সালে (১ম বর্ষ) লেইস প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত ০৭ টি DLR অর্জিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে ৬৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার জমা হয়েছে।

৪। এ পরিপ্রেক্ষিতে, লেইস প্রকল্পের আওতায় ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত উপর্যুক্ত ২ (ক-গ) কর্মসূচি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে (প্রতি উপজেলা/থানায় চারটি) এবং SRGBV সংক্রান্ত ২ (ঘ) নং কর্মসূচিটি মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ মহোদয়ের অনুমোদন রয়েছে।

19.10.2025

(প্রফেসর শিপন কুমার দাস)
প্রকল্প পরিচালক
লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট
ইমেইল: shiponkd69@gmail.com

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপার, ………………….।

অনুলিপি (কার্যার্থে) (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল [নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে তাঁর আওতাধীন দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান এবং তাঁর দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ];
২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ; ঢাকা [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ];

৩. উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, আঞ্চলিক কার্যালয়, সকল অঞ্চল [নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে তাঁর আওতাধীন দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান এবং তাঁর দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ];

৪. জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল জেলা [নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে তাঁর আওতাধীন দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান এবং তাঁর দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ];

১. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল উপজেলা, সকল জেলা [তাঁর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ণিত পত্র ও পত্রে উল্লেখিত দলিলসমূহ সরবরাহ ও দিকনির্দেশনা প্রদান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অনুরোধসহ];

২. উপজেলা/থানা একাডেমিক সুপারভাইজার, সকল উপজেলা, সকল জেলা [উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নির্দেশনা মোতাবেক তাঁর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ণিত পত্র ও পত্রে উল্লেখিত দলিলসমূহ সরবরাহ ও দিকনির্দেশনা প্রদান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অনুরোধসহ]।

স্মারক: মাউশি/লেইস/০২-১৮০/DLI-DLR/২০২৫/৪১২

তারিখ: ০৩ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৯ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
২. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর;
৩. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ;
৪. জেলা প্রশাসক, সকল জেলা;
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
৬. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ; ঢাকা
৭. সংরক্ষণ নথি।

(মো. আসাদুজ্জামান)
উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও মনিটরিং)
লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

Please click here to get the materials regarding this order.